Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 766 - 776
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনার কারন অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

অধ্যাপিকা ঈপ্সিতা দত্ত
লালবাবা কলেজ, বেলুড়, হাওড়া
Email ID : duttaipsita9836174990@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Background of the establishment of the company, Analysis of the causes and consequences of the accident, Role of ethical policy in business.

Abstract
On the night of December 2nd, 1984, after midnight, a catastrophic disaster struck the heart of India the Bhopal Gas Tragedy. This worst industrial disaster in Madhya Pradesh continues to send shivers down our spines even today. The city of Bhopal is surrounded by hills on all sides. In the winter of December, the area remains covered in fog, and the air becomes cold and heavy. Smoke and gas mix with the fog, creating a dense haze. Under such conditions, it becomes difficult for any toxic gas to disperse quickly into the upper atmosphere. Methyl Isocyanate, *commonly known as MIC, is one such poisonous gas that, when released into the air, claimed the lives of thousands of Bhopal residents, and left countless children, the elderly, and impoverished slum dwellers crippled many of whom died in their sleep. Reports suggest that water entered the MIC gas-filled tank through the pipeline, causing a massive explosion. Even today, the residents of Bhopal the children and the elderly who were victims of this explosion live their lives blind and crippled, without receiving even a minimal amount of compensation. But the real question is, is that the whole story? Or were there deeper causes behind the explosion, such as prolonged negligence by officials, unethical profit-driven business practices, administrative lapses, or the consequences of flawed business policies? The primary aim of this essay is to search for the answers to all these questions. This research paper adopts a descriptive approach. The investigation reveals how unethical businesses, due to administrative negligence, have looted the country and caused immense harm to its people. This work attempts to outline how corporate organizations can structure their business policies in a way that not only benefits the country's people but also ensures their own sustainable growth. In the future, I hope to take this work forward to review how unethical businesses in other parts of the country are contributing to environmental pollution.*

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 766 - 776
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

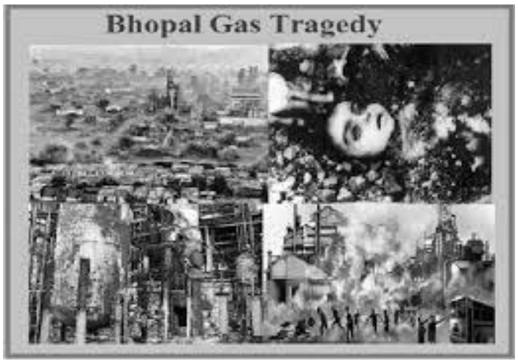

ভূমিকা : বর্তমানে এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে পরিচিত এই কোম্পানীটি ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড সংক্ষেপে UCIL নামে ভারতবর্ষে যে শিল্প ব্যবসা শুরু করে তার বিজ্ঞাপনটি ছিল খুবই চমকপ্রদ। এই বিজ্ঞাপনটিতে দেখা যায়, কৃষকরা মাঠে লাঙল দিয়ে চাষ করছে আর একটি বিশাল বড় হাত টেস্ট টিউব থেকে কেমিক্যাল ঢালতে ঢালতে তাদের পিছন পিছন যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনটিতে যা বোঝান হচ্ছে তা হল কৃষির উন্নতিতে বিজ্ঞানের সহযোগিতা। কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল যাতে কীটরা খেয়ে ধ্বংস করে না ফেলে তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি কীটনাশক দ্বারা সেই কীটকে ধ্বংস করে কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির সহায়তা করা এই ছিল বিজ্ঞাপন্টির উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাপনটির অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে সেই সময় খুব সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু বর্তমানে UCIL এর এই বিজ্ঞাপনটি দেখলে একটি নেতিবাচক ছবি আমাদের মনে ভাসে-ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনার মর্মান্তিক স্মৃতিচ্ছবি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির নৈতিক দায়িত্ব হল পরিবেশকে সুস্থ রেখেই ব্যবসা চালনা করা। পরিবেশ তথা প্রানীকূলের ক্ষতিসাধন করে কোনো ব্যবসাই স্থায়ী হতে পারেনা। ভোপালের মানুষের ক্ষতি করে UCIL ও স্থায়ী হতে পারেনি।

দুর্ঘটনার কারণ : ১৯৬৯ সালে বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানি ইউনিয়ন কার্বাইড মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একটি কীটনাশক তৈরির কারখানা স্থাপন করে। প্রথমদিকে এই অঞ্চলটি ছিল ঝোপঝাড়যুক্ত একটি বস্তি এলাকা। কিন্তু কাজের জন্য মানুষ ধীরে ধীরে কারখানার চারদিকে ভিড় করে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এখানে সেভিন নামক একটি কীটনাশক তৈরি করার জন্য বিপদ্জ্জনক MIC কেমিক্যালের প্রয়োজন হত। বিপদ্জ্জনক বলার কারন হল MIC তৈরিতে ফসজিন নামক একটি প্রাননাশক রাসায়নিকের ব্যবহার হত, যা জলের সংস্পর্শে এলে ভয়ঙ্কর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্ষতিকারক গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক আসিড ও প্রচন্ড তাপ সৃষ্টি করে। মিক নিজে একটি প্রতিক্রিয়াশীল, বিষাক্ত, উদ্বায়ী ও দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থ। জানা যায়, ফসজেন নামক যে ভয়ঙ্কর গ্যাসটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্যাস চেম্বার তৈরিতে কাজে লেগেছিল তার থেকেও পাঁচগুন বেশি ক্ষতিকারক হল এই মিক গ্যাস। অপ্রশিক্ষিত কর্মীদের জন্য পাইপ লাইন দিয়ে মিক গ্যাস ভর্তি ট্যাঙ্কে জল ঢুকে গিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরন হয় আর তাতেই ঘটে অঘটন।

> "...MIC tank forced a relief valve open and poisonous gas could be seen escaping one hundred twenty feet into the air."[1]

ডিসেম্বরের শীতে কুয়াশায় ভারি মিক গ্যাস উপরে না উঠে নিচে বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে –

> "...the chemical components of MIC were heavier than air, the gas drifted down to the neighboring villages... and covered a twenty five square mile area."[2]

ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনার কারনগুলিকে আমরা তিনভাবে ভাগ করে নিতে পারি - ১) প্রশাসনিক দুর্নীতি ও গাফিলতি, ২) কর্পোরেট সংস্থাটির দ্বারা শুধুমাত্র মুনাফা লুট ও সকল ব্যবসায়িক নিয়ম ভঙ্গ, ৩) কর্মীদের অজ্ঞতা ও প্রশিক্ষনহীনতা।

দুর্ঘটনার সময় পরিস্থিতি : দুর্ঘটনার সময়ে কারখানার কর্মী, ভোপাল শহরের মানুষজন, শিশু, বৃদ্ধ সবার ভীষন চোখ জ্বালা করতে থাকে, তার সাথে প্রচন্ড কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা-বুক জ্বলে ওঠা, পেটের তীব্র যন্ত্রনা ও বমি। হাসপাতালে কিছু মানুষজনকে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানে রোগ নির্নয় করতে না পারায় আরও সমস্যা দেখা দেয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে না পারায় তাদের অক্সিজেন মাক্স পরিয়ে দেওয়া হয়, যেটি MIC এর সংস্পর্শে এসে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে তৎক্ষনাৎ রোগীর মৃত্যু ঘটায়। ঘটনা ঘটার কিছুক্ষনের মধ্যে বহু মানুষ, এমনকি পশু, পাখির ও মৃত্যু ঘটে।

দুর্ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল : এই ঘটনা শুধু হাজার হাজার মানুষের প্রান কেড়ে নিয়েছিল তাই নয় উপরন্তু যারা এই কোম্পানীকে আশ্রয় করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের পরবর্তী সময়ে শারীরিক ও আর্থিক দুরাবস্থা হয়ে গেল অকল্পনীয়। কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি ছিল সাময়িক, কিছু বছর পরে তাদের আর্থিক অবস্থা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু ভোপালের মানুষ আজও সোজা হয়ে দাড়াতে পারেনি। এই দুর্ঘটনার ক্ষতিকর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। অন্ধত্ব, ক্ষীনদৃষ্টি, ফুসফুসের প্রদাহ, স্মৃতিভ্রংশ, নার্ভের দুর্বলতা, মানসিক উদ্বিগ্নতা, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, ফুসফুসের ক্যান্সার জনিত নানাবিধ দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোপালের মানুষ আজও ভুগছে। প্রায় তিনশো গর্ভবতী মহিলার বাচ্চার ব্রেন নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা প্রত্যেকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা নিয়ে জন্মায়। এছাড়া অগনিত মহিলার গর্ভপাত ঘটে যার কোন হিসাব নেই –

> "...the ICMR revealed that the spontaneous abortion rate was 24.2%, three times the national average."[3]

কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখনো পর্যন্ত তার সঠিক রিপোর্ট কোথাও পাওয়া যায় না। যেসমস্ত রোগ পরবর্তীকালে সংক্রমিত হয়েছে সেগুলিকে মাথায় রেখে কোন সঠিক রিপোর্ট আজও বানানো যায় নি। দূর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় আবার কিছু মানুষ ঘটনার কয়েকদিন পরে মারা যান। আর বেঁচে যাওয়া মানুষের বেশিরভাগেরই চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়।

ভোপালেই মিক উৎপাদন : কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশেষ কীটনাশক উৎপাদন করা, যার নাম ছিল সেভিন। সেভিনকে তৈরি করতে গেলে একটি কেমিক্যালের প্রয়োজন হয় যাকে মিথাইল আইসোসায়ানেট বা সংক্ষেপে MIC বলা হয়। এটি মারাত্মক বিপজ্জনক একটি কেমিক্যাল। কিন্তু প্রথমে MIC কে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হত। ১৯৮০ একটি গুরুত্বপূর্ন বছর কারন এই সময় UCIL কোম্পানীর শেয়ার নেমে যায় এবং কোম্পানী পরপর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে ভারতে অন্যান্য কোম্পানীগুলি সস্তায় কীটনাশক বানাতে শুরু করে ফলে সেভিন এর বিক্রিও দ্রুত কমে যেতে থাকে। UCIL কেও সেভিন এর দাম কমাতে হয় এবং সেটি করতে শুরু হয় শ্রমিক ছাঁটাই, কম মজুরিতে অশিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ ও নিরাপত্তা ব্যাবস্থায় চূড়ান্ত ঢিলেমি। ক্ষতির সামাল দিতে তারা MIC কে আমদানির পরিবর্তে ভারতেই বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার ও কেন্দ্র সরকার তাতে অনুমতি দেয়, যেটি ছিল মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। শর্ত ছিল কোম্পানী একটি পরিকল্পনা করবে যাতে কোনো সময় গ্যাস লিক হলে আশেপাশের মানুষজন নিরাপদে সরে যেতে পারে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 766 - 776
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু বাস্তবত তা কখনও হয়নি। শুরু হয়ে যায় MIC তৈরির কাজ। নিয়মিত পাইপ লিক হত কিন্তু নতুন পাইপ লাগানো হত না। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ঝুঁকি বাড়তে থাকে আবার অনেকে এর মর্মান্তিক পরিনতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন অথবা বলা যেতে পারে জানতে দেওয়া হয়নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮১-তে MIC-র কবলে পড়ে মহম্মদ আসরফ নামে একটি শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নিয়মিত লিকের কারনে শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিবাদ করে কারখানার সামনে ধর্নায় বসে। প্রায় ছয় হাজার পোস্টার বিলি করে মানুষদের এই বিপদ সম্পর্কে জানানো হয়। কিন্তু তাতে কোনো হেরফের হয় নি উল্টে অনশনরত শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয় এবং আন্দোলনকারী নেতাদের বরখাস্ত করা হয়। প্রথম প্রথম কারখানায় কাজ পেতে হলে শ্রমিকদের কমপক্ষে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ও অতীতে কাজের অভিজ্ঞতা লাগতো। কিন্তু কম বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পরে স্কুল ফেল লোকজনকেও নিয়োগ করা হতে থাকে। ভারতের রাসায়নিক ও সারমন্ত্রী সমস্ত ঘটনার জন্য ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের ব্যার্থতাকেই দায়ি করেন। ঘটনার পর ২৯৯৮ জন মানুষ সেই মুহূর্তে মারা যান এবং ৩০০০০০ জনেরও বেশি লোক বিভিন্ন শারীরিক কষ্টে ভুগতে থাকেন। বেশিরভাগ মানুষের ফুসফুস, কিডনি, স্নায়ুতন্ত্র, চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। এবার উপরিউক্ত তিনটি কারনকে তথ্যসমেত আলোচনা করা যাক -

১) প্রশাসনিক দুর্নীতি ও গাফলতি : যেকোনো প্ল্যান্ট এর ক্ষেত্রেই এটা নিয়ম হল যে সেটি একটি বড় খালি জায়গায় তৈরি হবে এবং তাকে ঘিরে আশেপাশে কোন ঘন জনবসতি থাকবে না। কিন্তু প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়ে দিনের পর দিন গজিয়ে উঠেছিল ঘন বস্তি এলাকা। কোনো বিপদ সংকেত বা সর্তক ঘন্টা বাজানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়নি, ফলে দূর্ঘটনা বুঝে মানুষজন সরে পালাতেও পারেনি। অথচ এইসব ব্যবস্থা না থাকলে কোন কারখানা স্থাপন করার অনুমতি সরকার দিতে পারে না। দূর্ঘটনার পর কিছু ডাক্তার ও আমলার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে মিক গ্যাসের প্রতিরোধক ওষুধ হিসাবে অক্সিলোসেন ছড়ানোর অনুমতি চাওয়া হয়। জার্মানীতে প্রস্তুত হওয়া এই প্রতিষেধকটি তৈরি ছিল ভারতে আসার জন্য, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে অনুমতি না মেলায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। ঠিক সময়ে ওষুধটি ছড়াতে পারলে হয়তো এত প্রাণহানি এবং শারীরিক ক্ষতিকে আটকানো যেতো –

> "The request by Indian doctors for... 100,000 packs (of spray) was blocked by the Indian government although in Germany, the packs were ready for transport."[4]

পরে জানা যায়, NaTs অর্থাৎ সোডিয়াম থিয়োসালফেট একটি খুবই নিরাপদ প্রতিষেধক। এটি মিক, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইন গ্যাসের উপর দারুনভাবে প্রতিরোধকরূপে কাজ করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, সমস্ত রোগীকে এটি সরবরাহ করা যাবে না বলেই সরকার ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। তাছাড়া ঘটনার ভয়াবহতাকে মাথায় রেখেই সরকার সব দোষ কোম্পানীর উপর চাপিয়ে নিজের দায় কাটাতে চেয়েছিল। ২১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসে মিক গ্যাস হাইড্রোজেন সায়ানাইডে পরিনত হয়। প্রচন্ড বিস্ফোরণের তাপে ঘটেছিলও তাই। ডক্টর হিরেশ চন্দ্র ফরেনসিক ও টক্সিলজি বিভাগের প্রধান ভর্তি হওয়া রোগীদের অটোপসি করে জানান যে, প্রত্যেকের শরীরে সায়ানাইডের বিষক্রিয়া হয়েছে, তাই প্রতিষেধক রূপে সোডিয়াম থিয়োসালফেটের (NaTs) ব্যবহারের কথা বলেন। ডক্টর ম্যাক্স ডোনডেরার কিছু রোগীর উপর এই প্রতিষেধকটি ব্যবহার করেন এবং ভালো ফল পান, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেওয়া হয় যেটির বিষয়ে আজও সমস্ত সচেতন নাগরিকের মনে প্রশ্ন আছে -

> "...Daunderer was asked 'to leave Bhopal at once'. He was charged with creating an unnecessary controversy, and threatened with arrest. He left on December 7."[5]

২৭ শে মে, ১৯৮৫ সালে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভোপালে একটি রিলিফ ক্যাম্প চালু করে। সেখানে বহু মানুষকে NaTs দেওয়া হয়, তাতে অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ২৪ শে জুন সেই ক্যাম্পে হামলা হয় এবং ডাক্তারদের মারধোর করে ক্যাম্পটি পরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন কোর্টে কেস করেন এবং দু মাস বাদে সুপ্রিম কোর্ট NaTs ব্যবহারের অনুমতি দেয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ হতে কোনোরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

> "a Supreme Court ruling directed the Madhya Pradesh government to supply NaTs to voluntary agencies... However, no systematic measures were ever taken."[6]

মধ্যপ্রদেশের এম পি রা পার্লামেন্টে অভিযোগ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং ও তার পরিবার ইউনিয়ন কার্বাইড থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা ও পুঁজি নিয়েছিলেন। এই পুঁজি দিয়ে লটারির ব্যবসা চলত এবং তা ছিল জালিয়াতি ব্যবসা। এছাড়াও শ্যামলা হিলে ইউনিয়ন কার্বাইড এর গেস্ট হাউস ছিল যেখানে অর্জুন সিং এর জন্য বিশেষ বিলাসবহুল ব্যবস্থা রাখা থাকতো। সুতরাং খুব ভাল করেই বোঝা গেল যে, কোম্পানীর থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিয়ে সরকার সাধারন মানুষকে ঠকিয়ে যাচ্ছিল। মধ্যপ্রদেশের পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধক সংস্থার একজন সদস্য জানান যে, টেস্ট করে দেখা গেছে ইউনিয়ন কার্বাইড প্ল্যান্ট এ বায়ালজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (BOD) এবং কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (COD) এর লেভেল স্বাভাবিকের থেকে একশ গুন বেশি ছিল। সরকারের কাছে এই তথ্য থাকলেও কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।

> "The Air Pollution Act clearly mentions that if the ISI limit is crossed by a factory, the government has the authority to revoke its licence, but unfortunately no action was taken against Carbide."[7]

লক্ষ্য করার বিষয় হল ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস সরকারের কাছে এই প্ল্যানটির পুরো ডিজাইন ছিল এবং সাংঘাতিক ও ক্ষতিকর এই কেমিক্যালের তথ্যটিও অজানা ছিল না। কিন্তু পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে কোনোরকম পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশ না দিয়েই পুরো প্ল্যান্টটি অনুমোদিত হয়ে যায়, যা আমাদের দুর্ভাগ্য।

২) কর্পোরেট সংস্থাটির দ্বারা শুধুমাত্র মুনাফা লুট ও সকল ব্যবসায়িক নিয়ম ভঙ্গ : কারখানার ম্যানেজার জগন্নাথন মুকুন্দ এই দুর্ঘটনার সময় তদারকিতে ছিলেন, বলা হয় উনিই বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য কস্ট কাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে মিক ট্যাঙ্ক থেকে কুলিং সিস্টেমকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনঞ্জিনিয়াররা ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করেন এবং বিপদ বুঝে অনেকেই চাকরি ছেড়ে চলে যান। প্রায় ৭০% শ্রমিককে এই সিদ্ধান্ত মেনে না চলার জন্য জরিমানা করা হয়। ঘটনার পরে CBI তদন্ত করে জানায় যে, এই দুর্ঘটনার জন্য UCIL এর চেয়ারম্যান কেশব মাহেন্দ্রা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় গোখলে সহ আরও অনেকেই যুক্ত ছিল। দুর্ঘটনার পর বোর্ডের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা করে জানতে পারেন কোম্পানীর সমস্ত পরিত্যক্ত বর্জ পদার্থগুলি মাত্র দু কিলোমিটার দূরে ছোলা নামক একটি অঞ্চলের পুকুরে ফেলে দেওয়া হত। সেই পুকুরের জল পান করে প্রচুর গবাদি পশু পশু, পাখি মারা যেতো। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী প্ল্যান্টের ভিতরে যে বৃক্ষরোপনের কথা ছিল তা কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। আশেপাশের এলাকার মানুষের বিষয়টি নজরে এলে তারা এর প্রতিবাদ করতে থাকে। বিপদ বুঝে কারখানার কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি ৩০০-৪০০ টাকা ক্ষতিপূরন দিয়ে পুকুরের চারধারে দেওয়াল তুলে দেয়।

৩) কর্মীদের অজ্ঞতা ও প্রশিক্ষনহীনতা : যে সমস্ত আমেরিকান টেকনিসিয়ানরা ভারতীয়দের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা ১৯৮২ এর মধ্যে দেশে ফিরে যান। ফলে নতুন কর্মীদের সঠিকভাবে ট্রেনিং দেওয়ার লোকের অভাব দেখা দেয়। তবে, কোম্পানী বুঝে নিয়েছিল গরিব দেশের মানুষের আগে দরকার খাদ্য ও অর্থ, উপযুক্ত শিক্ষা সেখানে মুখ্য বিষয় নয়। তাই ঘটনার পরেই তারা অনুপযুক্ত শ্রমিক ও কার্যদর্শীর গাফিলতিকেই দায়ি করেন। কোম্পানীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, ট্রেনিং ম্যানুয়েল এ পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে, 'KEEP WATER AWAY FROM MDC', তবুও কর্মীদের গাফিলতির কারণেই ৬১০ নম্বর ট্যাঙ্কে জল ঢুকতে থাকে এবং বিস্ফোরন হয়। তাই তারা এটিকে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলেও দাবি করেন। কিন্তু প্রকৌশলী ও পেশাদারী প্রকৌশলীর মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য হল নৈতিক দায়িত্বের। সাধারণ প্রকৌশলীর ডিগ্রিগত বিদ্যা ও টেকনিক্যাল মেধা থাকলেও তাদের সমাজ ও নৈতিকতা সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতার বোধ তৈরি হয়না –

> "PE's shoulder the responsibility not only for their work, but also for the lives affected by that work and must hold themselves to high ethical standards of practice."[8]

সঠিক প্রশিক্ষক দিয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার দায়িত্ব কোম্পানী কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারে না।

ব্যবসায়ে নীতিবিদ্যার তাৎপর্য : গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি গুরত্বপূর্ন আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান পেয়েছে। এর পূর্বে ব্যবসার সঙ্গে নীতি কথাটি বেমানান ছিল। বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যবসায় পূঁজি, লাভ-লোকসান, শ্রমিক শোষন-বঞ্চনা, অত্যাধিক নারী ও শিশু শ্রমিকের ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান সর্বপরি খেটে খাওয়া মানুষদেরই শ্রমে লব্ধ পূঁজির যথাযথ বন্টনই ছিল তাত্ত্বিকদের আলোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। এর থেকে উঠে এসেছে সামাজিক পরিবর্তনের নতুন নতুন তত্ত্ব এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তন এক অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রের নির্মান, নতুন ভাবে শ্রমিক নিয়োগ পরিকল্পনা, চাহিদা আর যোগানের সমতা, সর্বপরি পূঁজিপতি শ্রেনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ব্যাবসাকে লাভ বা মুনাফা অর্জনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ব্যবসায় যখন নীতির কথাটি উঠে আসে তখন সেটি লাভ বা মুনাফা বর্জিত তত্ত্ব এমন কিন্তু নয়। ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সমস্ত রকম মানুষের লাভই এখানে বিবেচ্য। ক্রেতা-বিক্রেতা, ব্যবসায়ি-বিনিয়োগকারী, সর্বপরী উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারও ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যার তাৎপর্যপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

ব্যবসাকে কেন্দ্র করে হয় অর্থের বিনিয়োগ আর সেই বিনিয়োগের মাধ্যমে জনকল্যানকামী উৎপাদনই হল সুষ্ঠু নীতি। আর এই দুয়ে মিলে হয় 'অর্থনীতি'। ব্যবসায়িক নীতিবিদ্যায় কল্যানকামী অর্থনীতিই আলোচ্য বিষয়। ভোপালের দূর্ঘটনার সর্বনাশা পরিনতি আমাদের এই প্রকার আলোচনায় বাধ্য করে। ব্যবসা যদি সঠিকভাবে আইন-কানুন মেনে পরিচালিত হয় তাহলে ব্যবসায় নীতিবিদ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে তা লঙ্ঘিত হয় সেখানেই সেই ব্যবসার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এবার একটু নৈতিক তত্ত্বকথায় আসা যাক। দর্শনে বিভিন্ন নৈতিক মতবাদ আছে, তার মধ্যে পাশ্চাত্য **উপযোগবাদ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযোগবাদের মূল কথা হল 'সর্বাধিক ব্যাক্তির সর্বাধিক সুখ'। উপযোগিতা কথাটিকে দুরকমভাবে বোঝা যায়। প্রথমটি হল সাবেকি ধারনা অর্থাৎ যার দ্বারা বেশি পরিমান সুখ উৎপন্ন হয় তাই উপযোগি। দ্বিতীয় অর্থে দুঃখের পরিমান যার দ্বারা যত কম উৎপন্ন হয় তাই উপযোগী। আমরা একটি কাজ সুখ বা আনন্দ উৎপন্ন হবার জন্য করি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ হল সুখ লাভ করা। কীটনাশক তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে কৃষজ উন্নতির জোয়ার এল। আমরা ভাবলাম অধিক ফসল উৎপন্ন হলে দেশের খাদ্যাভাব দূর হবে, আমদানি ও রপ্তানিতে তার ভালো প্রভাব পড়বে, দেশের আর্থিক উন্নতি হবে, বেকারত্ব কমবে, কারখানা তৈরি হলে কত মানুষ তাতে চাকরি পাবেন-ঘুচবে অভাব, দুঃখ-অনটন। কিন্ত আমরা ভাবতে পারিনি এই লক্ষভ্রষ্ট সুখ মরীচিকা হাজার হাজার মানুষের প্রান নিমেষেই কেড়ে নিয়ে তাদের পরিবারগুলিতে বংশপরম্পরায় দুঃখ নিয়ে আসবে। উপযোগীতার দ্বিতীয় অর্থটিই এখানে অধিক মূল্যবান। সুখ যা সার্বিক উন্নতির প্রযোজক তাই উপযোগী, তাই কাম্য।

প্রশাসনিক গাফিলতি ও কোম্পানীর ব্যবসায়িক নিয়ম লঙ্ঘন : ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক। ১৯৭০ সালে UCIL কোম্পানী ভারতেই মিক গ্যাস উৎপাদনের লাইসেন্স চায় তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের থেকে। ১৯৭৫ এ জরুরি অবস্থা চলাকালিন তাদের এই লাইসেন্সটি অনুমোদন পেয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতি গ্যাস উৎপাদনের কাজ। দুর্ঘটনা ঘটার পর কোম্পানীর চেয়ারম্যান ওয়ারেন আন্ডারসনকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরের দিনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তদানীন্তন রাজীব সরকার U.S সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বিশেষ বিমানে করে আন্ডারসনকে দেশত্যাগে সাহায্য করে। এরপর নিপীড়িত মানুষ বিভিন্নমানুষ কোর্টে কেস করলেও ভারত সরকার কোর্টের বাইরে কোম্পানীর সাথে সমঝোতা করে নেয় মাত্র ৬১৫ কোটির বিনিময়ে এবং কোম্পানীর উপর থেকে দেওয়ানী, ফৌজদারি মামলা ও সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে তাদের দায়মুক্ত করে দেয়। ওয়েল ফেয়ার কমিশন এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫,৩৪২ জন ব্যক্তি ঘটনার পর পর মারা যান। সরকারি রিপোর্টে বলা হয় ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থের সংখ্যা ৫,৭৬,৩৫৬ যার মধ্যে মাত্র ৪৫,১৬৮ জনকেই ক্ষতিপূরন দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরন বাবদ কেউ ২ হাজার, কেউ ১০ হাজার,

কেউবা দুটি কিস্তিতে ২৫ হাজার পান। সরকার কোর্টের বাইরে যে সমঝোতা করেছিল তার বিরোধিতা করে বিভিন্ন সংগঠনগুলি বিদেশি কোর্টে মামলা করে। এই দুর্ঘটনার ফলে কারখানার আশেপাশে ৫-৬ কিলোমিটার পানীয় জল দূষিত হয়ে যায়। সেখানকার পরিবেশ এতই দূষিত হয়ে যায় যে, তা বাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আজও সেখানকার জল ব্যবহারের অযোগ্য। এই ক্ষতি অপূরনীয়।

উৎপাদিত পণ্য যখন উন্নতমানের হয় অথবা তার গুনগত মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখনই প্রতিযোগিতা মারাত্মক আকার ধারন করে। একই উৎপাদিত পন্যকে উন্নতমানের করতে অথবা তার গুনগত মাত্রা বৃদ্ধিতে ও সস্তায় বিক্রি করতে কর্পোরেট সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চরম পর্যায়ে পৌছায়। যখন ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করে বাজার দখল করে নেয় তখন সেটি হল অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পরা সংস্থাগুলির মারাত্মক ক্ষতি হয়। একই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল UCIL কোম্পানি। সে সময়ে UCIL যে কীটনাশক তৈরি করত অন্যান্য অনেক কর্পোরেট সংস্থা তার থেকে কম দামে বাজারে নতুন কীটনাশক নিয়ে এসেছিল। ফলে UCIL তাদের ব্যবসার মুনাফা বজায় রাখতে কর্মী ছাটাই, অপ্রশিক্ষিত কম বেতনের কর্মী নিয়োগ করতে থাকে এমনকি কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থাতেও অবহেলা দেখা দেয়।

আইনি জটিলতা : প্রথমে আমেরিকার কোর্টে মামলাটি তোলা হলেও সেখানে এটি খারিজ হয়ে যায়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে এটি forum non-convenience এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যে দেশে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেখানেই মামলাটি চলবে - এই বলে সমস্ত বিচারমূলক প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই রায়ে কোম্পানী স্বস্তির শ্বাস ফেলে কারণ আমেরিকান ডলারে আর ক্ষতিপূরন দেওয়ার প্রশ্নই থাকে না। মামলাটি যখন ভোপাল কোর্টে আসে তখন তার বিচারপতি এম কে দিও ১৯৮৭ সালে ২৭০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরন দেওয়ার পক্ষে রায় দেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালে মধ্যপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি এস কে সেঠের রায়ে এই ক্ষতিপূরনের টাকা কমে ১৯২ মিলিয়ন ডলার হয়ে দাঁড়ায় এবং আরও বিস্ময়কর ঘটনা হল বিচারপতি এস কে সেঠ কিছুদিন পর এম কে দিও কে বিচারপতি পদ থেকে সরিয়ে দেন। এই রায় ছিল ইউনিয়ন কার্বাইডের দ্বিতীয় জয়, কারণ বিচারপতি দিও-র অপসারন ক্ষতিগ্রস্তদের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড়সড় ধাক্কা ছিল। ১৯৮৮ সালে ১৬ই নভেম্বর ভোপালের ম্যাজিস্ট্রেট ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন আন্ডারসন ও তার কোম্পানীর দুই কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করলে কোম্পানী জানিয়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার ভারতের নেই। এটি ভারতের জন্য ছিল চূড়ান্ত অপমানের বিষয়।

ব্যবসায়ের সামাজিক দিক : যেকোনো ব্যবসায়েরই একটি সামাজিক দিক থাকে। আঞ্চলিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসাগুলি গড়ে ওঠে স্থানীয় মানুষেরই সহায়তায়। তাদের জীবন-জীবিকা এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। সুস্থ পরিবেশ ও সঠিক প্রশিক্ষনের দ্বারা একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও বটবৃক্ষের মতো বিশাল হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসার উন্নতি ও ভীত গড়ে দেয় তার শ্রমিকরাই যাকে প্রাথমিক কাঠামো বলা হয়। এই শক্ত ভীতের উপর দাড়িয়েই ক্ষুদ্রতম ব্যবসা আপন শক্তিতে তার ডালপালা বিস্তার করতে পারে, হয়ে উঠতে পারে অগুনিত মানুষের ভরসার আশ্রয়। ব্যবসার উচ্চ কাঠামোটি একটি মহান কল্যানের দিকে ধাবিত হয়ে সমাজে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেয়। মুনাফা কোন ব্যক্তিগত ভোগের বস্তু নয়। এটি একটি প্রতিষ্ঠানের পরিশ্রমের কল্যানমূলক ফল, যা সবার মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষ এই মুনাফার অংশীদারি। সংবিধানের ১৩৫ নং ধারা অনুসারে মুনাফার্জিত কোম্পানীগুলিকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে, যাকে corporate social responsibility বলা হয়। এর অর্থ হল কোম্পানীর গড় নীট মুনাফার ২% সমাজের গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।

নৈতিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি : যেকোনো ব্যবসা যদি ব্যবসা সংক্রান্ত আইন-কানুন সঠিকভাবে মেনে চলে তাহলে হয়তো ব্যবসায়িক নীতির আলোচনার প্রসঙ্গই আসে না। ব্যবসায়িক আইন-কানুন বলতে সততা ও একতার সঙ্গে ব্যবসাকে চালিয়ে

নিয়ে যাওয়া বোঝায়। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীকেই এই ব্যবসায়িক আইন-কানুন সম্বন্ধে প্রশিক্ষন নেওয়া জরুরি। কোনো বিশেষ শিল্পের সঙ্গে বিশেষ নিয়ম জড়িত থাকতেই পারে। কর্মীদের সেই সম্পর্কে অবগত থাকা উচিৎ। তবে সকল ব্যবসার সঙ্গেই কিছু সাধারন নিয়মগুলি যুক্ত থাকে। যেমন –

১) ক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষিত করা ব্যবসায়িক প্রতিষ্টানগুলির চরম লক্ষ্য থাকা উচিৎ। এই অভীষ্টে ব্যবসায় ন্যায্য দাম নির্ধারন, উচ্চ গুনমান সম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন, এবং সর্বপরি সঠিক আচরনবিধি থাকা অত্যন্ত জরুরি।

২) পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আইন তৈরি করে ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া মুনাফাকে রোধ করা সরকারের কর্তব্য।

৩) ব্যবসায়িক নীতি মেনে চললে প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলই হয় এবং কর্মরত শ্রমিকদেরও প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা বাড়ে।

ইউনিয়ন কার্বাইড যে কীটনাশক প্রস্তুত করছিল তা কৃষিক্ষেত্রে ফলদায়ক হলেও মানুষের সর্বোচ্চ কল্যান বা উপযোগিতাকে লঙ্ঘন করেছিল। পরিবেশকে ক্ষতি করে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তা সবসময়ই নিন্দনীয়। পরিবেশ সুরক্ষা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একচেটিয়া মুনাফা লাভের জন্য হাজার হাজার মানুষকে এবং আগামী প্রজন্মকেও পঙ্গু করে দেওয়ার নাম পরিকল্পিত হত্যা, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ট্যাঙ্কে গ্যাস অর্ধেক ভর্তি করার কথা যাতে কোনো সময় জল ঢুকলেও যেন উপচে না পরে। এছাড়া বাকি দুটি ট্যাঙ্ক খালি রাখার কথা যাতে বিপদ বুঝলে গ্যাস অন্য দুটি ট্যাঙ্কে সরিয়ে ফেলা যায় - কিন্তু এইসব নিয়মের কোনোটিই মানা হয়নি। তিনটি ট্যাঙ্কেই মিক গ্যাস ভরে শুধুই মুনাফা লুঠ চলছিল।

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগন ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর এই গ্যাসের পরিনতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না। এমনকি তারা সঠিক প্রশিক্ষন প্রাপ্তও ছিল না। ফলে তাদের হাত দিয়ে যেকোনো মারাত্মক ভুল হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। আর হয়েছিল ঠিক তাই। পাইপ পরিষ্কার করার জল বন্ধ করাই হয়নি এবং দুটি পাইপের মাঝখানে যে ভাল্ব বা গাডার থাকে সেটিও লাগানো ছিল না। ফলে ক্রমাগত জল চুইয়ে চুইয়ে প্রথম মিথাইন গ্যাসভর্তি ট্যাঙ্কে ঢুকতে থাকে। তারপরেই ঘটে যায় বিস্ফোরন। মানুষের জীবনকে পীপিলিকার থেকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা হয় শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে। অপরিকল্পিত বেআইনি, বিধ্বংসী ব্যবসাকে চালিয়ে যেতে গরিব মানুষদের হাতিয়ার করা হয়।

উপসংহার : উপযোগ দশর্নে বলা হয়, মানুষের চরম লক্ষ্য হল সুখ। আর সুখান্বেষণ করতে গিয়ে মাথায় রাখতে হবে কোন কাজটি বেশি পরিমান মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ সুখ উৎপাদনে সক্ষম। এমন ভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই সর্বোচ্চ কল্যান সম্ভব যা মানুষ, সমাজ তথা দেশের জন্য উপয়োগী। এখানে জার্মান দার্শনিক *কান্টের* কিছু চিন্তনের প্রসঙ্গ এসেই যায়, যদিও সেটি উপযোগবাদ নয়। কিন্তু যে কর্মটি করলে সর্বোচ্চ কল্যাণ সম্ভব বা বেশিরভাগ মানুষেই সেই কল্যানের অংশীদারি হতে পারে সেই কর্মটি বিশেষ ব্যক্তির নিয়মাধীন হতে পারে না। কর্মটিকে অবশ্যই একটি সার্বিক নিয়ম দ্বারাই চালিত হতে হবে। এমনই একটি *সদিচ্ছা* (Good Will) যা স্বনিয়ন্ত্রিত, নিঃশর্ত, যা বুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে মহতী ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত, যার লক্ষ্য বা অভীষ্ট শুভ, যা শুধু কল্যান উৎপাদনেই তৎপর। এরকম নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই সর্বোচ্চ কল্যান সম্ভব। উপযোগবাদের সুখতত্ত্ব অনেক সময় চর্চিত ও নিন্দিত। সুখ লক্ষ্য না জ্ঞান লক্ষ্য, নাকি কল্যান লক্ষ্য – এসবের মধ্যে মানুষ শুধুই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মানুষের পরম কামনা কি হওয়া উচিৎ এটি নিয়েও শুরু হয় বিবাদ ও বিতর্ক। মানুষ স্বভাবত দুঃখ চায় না, দুঃখ থেকে মুক্তি চায়। দুঃখ আছে বলেই তার থেকে মুক্তির প্রশ্ন ওঠে। দুঃখ বা বেদনা থেকেই মানুষ সুখের অন্বেষণ করে। *স্বামী বিবেকানন্দ* বলতেন, সুখ, দুঃখ মানুষের চরম অভীষ্ট এরকম মনে করা ভ্রমমাত্র। আসলে সুখ বা দুঃখ এগুলি শিক্ষকের মতো, এগুলিই পথ দেখিয়ে আমাদের ক্রমাগত জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। জীবনের চরম লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ। সর্বজীবের সঙ্গে আমি যে অভিন্ন এটি অনুভব করাই আত্মজ্ঞান। মানুষ মনে করে অন্যকে ঠকিয়ে সে জিতে যাবে। আসলে পরহত্যার মধ্যে দিয়ে চরম আত্মহনন হয়, যে চেতনা থেকে কোন মানুষই পালিয়ে যেতে পারে না। মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অপরাধ বোধই পাপের উৎসস্থল। এই পাপবোধ থেকে মানুষ কোনোদিনই শান্তি পায় না। এর থেকেই আসে পার্থিব দুঃখ ও মানসিক অবক্ষয়। মানুষের প্রকৃতি জগতের কল্যান কামনার মধ্যেই স্থিত। লোক ঠকিয়ে, প্রতারনা করে যা অর্জন করা যায় না।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 766 - 776
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভোপাল গ্যাস ট্রাজেডির পরে আমাদের আইন ব্যবস্থায় অনেক সংশোধিত ও নতুন রূপ আনা হয়, যেমন ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সুরক্ষা আইন। যেখানে বিষাক্ত দ্রব্যকে চিহ্নিতকরন করে বাতিলের কথা বলা হয়। কিন্তু এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে 'বিষাক্ত দ্রব্য' আর 'দূষিত দ্রব্য' এর মধ্যে পার্থক্য আছে এবং যা আইনতভাবে লড়াইয়ের জায়গাটিকে দুর্বল করে তোলে। টেকনোলজির উন্নতির সাথে সাথে পরিবেশের ক্ষতির নতুন নতুন কারন দেখা দিচ্ছে যা আমাদের জানার গন্ডির অনেকটাই বাইরে। ফলে সেইসব ক্ষতিকর বিষয়গুলিকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই আইনকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে হবে। যখনই এই ধরনের দুর্ঘটনার কথা সামনে আসে তখনই আপদকালীন কিছু ক্ষতিপূরণ অথবা শাস্তির দাবি করা হয়। এই ঘটনায় আমরা দেখছি শাস্তি সেরকমভাবে কারুরই হয় নি। আর ক্ষতিপূরনও বিশ বাঁও জলে। তাই যেকোনো ধরণের দেশি বা বিদেশী কোম্পানীকে ব্যবসায় অনুমতি প্রদানের আগে তার ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই করেই অনুমতি দেওয়া উচিৎ। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের নির্ধারিত ক্ষতিপূরনের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ আইন থাকা উচিৎ এবং পরিবেশের যে বিপুল ক্ষতি হল তার জন্যও আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির বিধান থাকা দরকার। ১৯৭৩ সালের মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইন (FERA) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ৪০% প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ছিল। কিন্তু UCIL 50.9% শেয়ারের অধিকারী ছিল, কারন তারা উন্নত মানের টেকনোলজির অন্তর্ভুক্তিকরনের কথা বলেছিল। আর 40.9% শেয়ার ধনী ও ক্ষমতাবান ভারতীয়দের দখলে ছিল। তবে, 40.9% এর মধ্যে ২২% শেয়ার ভারত সরকারের দখলে নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাকি শেয়ারগুলির জন্য প্রায় ২৩৫০০ প্রভাবশালী ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয় –

> "...Carbide Corporation was permitted to own 50.9 percent of Union Carbide India, Ltd... 49.1 percent was distributed among Indian share holders..."[9]

ভোপালের হতভাগ্য অবস্থা পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালে কঠোর এবং পুরানো বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইন (FERA) এর পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (FEMA) প্রণয়ন করা হয়। FERA ছিল একটি কঠোর আইন যা বিদেশী লেনদেন নিয়ন্ত্রনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে FEMA এটিকে আরও নমনীয় এবং ব্যবসা বান্ধব কাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। FERA লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তি আরোপ করলেও, FEMA একটি ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহন করে বৈদেশিক বানিজ্য এবং বিনিয়োগকে মসৃন করে। FERA ছোটখাটো বৈদেশিক মুদ্রা ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গন্য করেছিল, যার ফলে ব্যবসাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিপরীতে, FEMA এই ধরনের লঙ্ঘনকে অপরাধমুক্ত করে এবং পরিবর্তে আর্থিক জরিমানা চালু করে। বর্তমানে যেকোনো ব্যবসায়ীকে ফেমার সমস্ত নিয়ম মাথায় রেখেই এগোতে হবে। আজ আমাদের দেশ একটি মজবুত ও উন্নত দেশ যেখানে সরকার প্রত্যেকটি নাগরিককে সুরক্ষা দিতে বদ্ধ পরিকর। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভারতীয়রা আর কিছুতেই মেনে নেবে না।

ব্যবসায় অর্থনৈতিক দায়িত্ব অনেকখানি। ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মানুষজন যথা শ্রমিক, বিনিয়োগকারি, সরবরাহকারি, ক্রেতা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ও উন্নতি সবটিই ব্যবসার অর্থনৈতিক দিক। ব্যবসার সার্বিক লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন যা মানুষের প্রগতির ভিতর দিয়েই আসে। UCIL যখন প্রতিষ্ঠা হল মানুষ তথা দেশবাসী ভেবেছিল তাদের অনেক অভাব দূর হবে, কৃষির উন্নতি সাধন হবে, বেকারত্ব দূর হবে, সাধারণ মানুষের জীবন এই কারখানাকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু কোম্পানীর নিজস্ব কোনো আদর্শই ছিল না। দেশ বা দশের কল্যান এই বিদেশী কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল না। ভারতবর্ষ পরাধীন অবস্থাতেও শিখে উঠতে পারল না বিদেশী মুদ্রা নির্ভরতার ভয়ঙ্কর পরিনতি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার এতগুলো বছর পরেও সরকার আস্থা রেখেছিল সেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উপর। যারা তুচ্ছ করেছে দেশের মানুষের প্রাণ, প্রাণের বিনিময়ে মুনাফা লুটে তারা কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানী গুটিয়ে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনাও করে ফেলেছিল।

দেশের শ্রম, দেশীয় উপাদান ব্যবহার করে গড়ে ওঠা ব্যবসা দেশের নিয়মকানুন ও আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকে। নিয়মিত কর প্রদান, হিসাবপত্র ঠিক রাখা যেকোনো ব্যবসাতেই বাধ্যতামূলক। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভিন্নপথে আপোষ করে কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দেশের শ্রম আইন, পরিবেশ আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের পরিসীমার মধ্যে থেকেই ব্যবসাকে তার কাজ চালিয়ে যেতে হয়। প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব হল ব্যবসাকে

পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তোলা। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান চালানোর কর্মকান্ডারীকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। কর্মকর্তাদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে ও শ্রমিকদের সঠিক পারিশ্রমিক দিতে হবে। সমাজ যে নৈতিক আচরন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের থেকে আশা করে তার দিকে বিশেষ ধ্যান দিতে হবে। এটি হল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সাধারন মানুষের আবেগ। দীর্ঘ বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের এই আবেগই সঞ্চালিত হয়।

'পাবলিক লায়াবিলিটি ইনসিওরেন্স' এই বিলটি নতুন পাশ হয়েছে। যাতে ইনডাস্ট্রিয়াল দূর্ঘটনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ত্রানের কথা বলা হয়েছে। তবে ক্ষতি বলতে বিপদ্জনক পদার্থ থেকে হওয়া দূর্ঘটনা বোঝায়। তবে এই বিলটিতে বিভিন্ন ত্রুটি আছে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মনে রাখতে হবে, ত্রান আর ক্ষতিপূরন এক নয় এবং বিপদ্জনক পদার্থ বলতে কাকে বলা হবে তা সাধারন মানুষের দ্বারা নির্ধারিত হবার নয় –

> "This definition is restricted, because it treats a substance as hazardous only if it exceeds such quantity as may be specified by the notification of the central government."[10]

সমস্যা হল এই ধরণের দূর্ঘটনার কেন্দ্র বা রাজ্যের ভূমিকাকে সবসময় এড়িয়ে যাওয়া হয়। ত্রান পাওয়ারও একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, কারুর যদি শারীরিক ক্ষতিটি সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর দেখা দেয় তাহলে সে আর যৎসামান্য ত্রানটুকুও পাবে না।

ভোপালের দূর্ঘটনার পর ব্রাজিলের রাজ্য সরকার রিও দে জেনেরিও মিক গ্যাসের সমস্তরকম উৎপাদন বন্ধ করে দেন। এমনকি এই ঘটনার মাত্র তিনদিন পর পশ্চিম জার্মানিতে ইউনিয়ন কার্বাইড এর প্ল্যান্ট বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী ১৯৮৫ সালেই তার সমস্ত উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।

ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনার মর্মান্তিক পরিনতির জন্য কোনো একপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বিদেশি কোম্পানী ভারতে ব্যবসা করতে এসে দেশের মানুষের প্রান কেড়ে নিল এবং কতো সহজে সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে সব দায়মুক্ত হল। আমাদের দেশের মানুষের প্রানের মূল্যকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে, আমাদের দেশের ন্যায় ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা পরোক্ষভাবে আমাদের আর একবার বিদেশ নির্ভর পরাধীন দুর্বল দেশ বলে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। আর আমাদের সরকার তাদের সাথে আপোষ করে দেশের মানুষকে আরও দুর্গতির দিকে ঠেলে দিল। আমরা ভারতীয়রা আজও আশা রাখি এর সুবিচারের ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের। পরিবেশের মারাত্মক দূষন যা গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য হয়েছে তার একটি পূর্ণ রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামি দিনে ঐ অঞ্চলকে কিভাবে দূষনমুক্ত করা যাবে তা নিয়েও অনেক গবেশনার প্রয়োজন আছে।

References:

1. Trotter, Clyton. R, Susan G. Day, Amay E. Love (June, 1989), Bhopal, India and Union Carbide: The Second Tragedy : Journal of Business Ethics, Pub by Springer Vol.8 , No. 6, page . 441, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/25071921
2. Id,
3. Arvind, Rajagopal (1987), And the Poor Get Gassed: Multinational-Aided Development and the state the case of Bhopal, Pub by Regents of the University of California, Vol.32, page. 136 URL: https://www.jstor.org/stable/41035362
4. Id…, page no. 134
5. Id…, page no. 137
6. Id…, page no. 138
7. Ramaseshan, Radhika, Profit against Safety, Economic and Political Weekly, Pub by Economic and political weekly, Dec 22-29, Vol-19, No-51/52, page no- 2147 Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4373900
8. Trotter, Clyton. R, Susan G. Day, Amay E. Love (June, 1989), Bhopal, India and Union Carbide: The Second Tragedy : Journal of Business Ethics, Pub by Springer Vol.8, No. 6, page no-440

Stable URL: https://www.jstor.org/ Business and Professional Ethics Journal, stable/25071921
9. Pariso, Christopher (2015), Bhopal and Engineering Ethics: Who is Responsible for Preventing Disasters, Pub by Philosophy Documentation Centre, Vol-34, No-3, page no- 363, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44074861
10. Planning for a National Commission on Bhopal Gas Disaster (June 22, 1991), Pub by Economic and Political Weekly, Vol-26, No. 25, URL: https://www.jstor.org/stable/41498378

Bibliography:

শিখা ঘোষাল, কান্টের নীতি দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৯

ভাস্কর বিশ্বাস ও বুদ্ধদেব চন্দ্র, ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্রের গোড়ার কথা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারি,২০২০/এ

পিনাকী সরকার, ব্যবসাকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলেজ স্কোয়ার কলকাতা, ২০২২

Britannica, T.E. (2024). Bhopal disaster. National Centre for Biotechnology Information-PubMed Central. Retrieved September 10, 2024, from https://www.britannica.com/event/Bhopal-disaster

Broughton, E. (2005). The Bhopal disaster and its aftermath: a review. Environ Health 4,6. Retrieved September Retrieved from https://doi.org/10.1186/1476-069X-4-6

Chakraborty, N. N. (2019). Paribesh o Nitividya. Kolkata: West Bengal State Book Bard

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche Books, Kitchener, 2000

John Stuart Mill, Utilitarianism, Batoche Books, Kitchener, 2001

Wikipedia,t.f. (n.d.). Bhopal disaster. Retrieved December 2020 from https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster#Causes